

60359 - কোন ক্ষতির শিকার না হয়ে তাবিজ-কবচ থেকে মুক্ত হওয়া যায় কিভাবে?

প্রশ্ন

এক লোক আমার বাসায় কাজ করে। আমার পিতা তাকে বুঝাতে সক্ষম হয়েছেন যে, সে বদনজরে আক্রান্ত। তিনি তার জন্য একটি পাথর নিয়ে এসে বললেন: পাথরটি তোমার পকেটে রাখ; যাতে করে এটি তোমাকে বদনজর থেকে রক্ষা করে। কিছুদিন পর তার জন্য একটি কাগজ নিয়ে আসলেন সে কাগজে লেখা ছিল: د, ع, ب, ا (আরবী বর্ণ)। কাগজটির নীচে লেখা ছিল: اللہ الحامی (আল্লাহই রক্ষাকারী)। আরও কিছু অবোধগম্য লেখা, নকশা ও আঁকিবুকি ছিল। আমরা এ কাগজটি থেকে মুক্ত হতে চাই। যেহেতু এটি শরিয়ত অনুমোদিত নয়। কিন্তু আমরা জানি না এর ক্ষতির শিকার না হয়ে কিভাবে এর থেকে মুক্ত হতে পারি। আমরা আপনাদের কাছ থেকে কিছু উপদেশ বাণী ও কল্যাণকর কথা আশা করি।

প্রিয় উত্তর

এক:

বদনজর লাগা সত্য; যেমনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানিয়েছেন। এর থেকে বাঁচতে হবে শরিয়ত অনুমোদিত রকিয়া (বাড়ফুঁক) এবং প্রাত্যহিক দোয়াদুর্বন্দের মাধ্যমে; কবিরাজ ও যাদুকরেরা যে কবচ দেয় ও তাবিজ লেখে সেগুলো দিয়ে নয়।
বদনজরের স্বরূপ ও বাঁচার উপায় জানতে দেখুন: 20954 নং ও 11359 নং প্রশ্নোত্তর।

দুই:

বদনয়র কিংবা যাদু থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পাথর বা তাবিজ সাথে রাখা নিষিদ্ধ তাবিজ লটকানোর মধ্যে পড়বে। উকবা বিন আমের (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, "একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে একদল লোক উপস্থিত হল। তিনি দলটির নয়জনকে বাইআত করান। একজনকে বাইআত করাননি। তারা (সাহাবীরা) বলল: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি নয়জনকে বাইআত করিয়েছেন; একে করাননি কেন? তিনি বললেন: তার সাথে কবচ রয়েছে। তখন লোকটি হাত দুকিয়ে কবচটি ছিঁড়ে ফেলল। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বাইআত করালেন। আর বললেন: যে ব্যক্তি কবচ লটকালো সে শির্ক করল।"
[মুসনাদে আহমেদ (১৬৯৬৯), শাহীখ আলবানী 'আস-সিলসিলাতুস সাহিহা' গ্রন্থে (৪৯২) হাদীসটিকে সত্তিহ বলেছেন]

উকবা বিন আমের (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন: "যে ব্যক্তি কবচ ঝুলাবে আল্লাহয়েন তার উদ্দেশ্য পূর্ণ না করেন। যে ব্যক্তি دعو (পাথর) লটকাবে আল্লাহয়েন তাকে স্বত্ত্বতে না রাখেন।"
[ইমাম আহমাদ (১৭৪৪০); আরনাউত হাদীসটিকে 'হাসান' বলেছেন]

وَدْعَة: শব্দটি دعو শব্দের একবচনের রূপ। অর্থ- সমুদ্র থেকে সংগৃহীত পাথর যা বদনয়রকে প্রতিহত করার জন্য তারা ঝুলাত।

খাতাবী (রহঃ) বলেন: "مَمِئِّةٌ (কবচ) সম্পর্কে বলা হয় এটি এক ধরণের পুঁতি যা তারা বিপদাপদকে প্রতিহত করার জন্য লটকাতো"।

বাগাভী বলেন: مَمِئِّةٌ شَدْتِي مَمِئِّةٌ شَدْتِي শব্দের বহুবচন। অর্থ- এক ধরণের পুঁতি যা বেদুইনরা তাদের সন্তানদের গলায় ঝুলিয়ে দিত; বদনয়র থেকে বাঁচানোর বিশ্বাস থেকে; শরিয়ত সেটাকে বাতিল ঘোষণা করেছে"। [আত-তারিফাত আল-ইতিকাদিয়া (পৃষ্ঠা-১২১)]

আলেমগণের দুটো অভিমতের মধ্যে বিশুদ্ধ অভিমত হচ্ছে তাবিজ-কবচ লটকানো হারাম; এমনকি সেটা যদি কুরআন দিয়ে হয় তবুও। দেখুন: 10543 নং প্রশ্নেত্তর। আর পক্ষান্তরে, যে তাবিজে এমন বর্ণ ও অপরিচিত শব্দাবলী রয়েছে সে সব তাবিজ হারাম হওয়ার ব্যাপারে কোন মতভেদ নাই। সেগুলো যাদু হওয়া বা জিনকে ব্যবহার করা থেকে নিরাপদ নয়।

তিনি:

কোন তাবীয়-কবচ ও যাদুকর্ম পাওয়া গেলে সেটা থেকে মুক্তি লাভের উপায় হল যদি এতে গিঁট থাকে তাহলে সেগুলো খুলে ফেলা। এর অংশগুলোর একটি থেকে অপরটিকে বিচ্ছিন্ন করা। এরপর পুড়িয়ে বা অন্য কোনভাবে সেগুলোকে ধ্বংস করে ফেলা। যেহেতু যায়েদ বিন আরকাম (রাঃ) এর হাদিসে সাব্যস্ত হয়েছে যে, "এক ইহুদী লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসত এবং তিনি তাকে নিরাপদ মনে করতেন। সেই লোক তাঁকে যাদু করার জন্য সুতাতে গিঁট দিয়ে সেটা জনৈক আনসারী সাহাবীর কূপে রেখে দেয়। ফলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছুদিন অসুস্থ থাকেন। আয়েশা (রাঃ) এর হাদিস অনুযায়ী: ছয়মাস। এরপর দুইজন ফেরেশতা তাঁকে দেখতে এল। তাদের একজন তাঁর মাথার কাছে বসল। অপরজন তাঁর পায়ের কাছে বসল। তাদের দুইজনের একজন বলল: তুমি কি জান তাঁর অসুখটা কী? সে বলল: অমুক লোকটি যে তাঁর কাছে আসত সেই লোক তাঁর জন্য সুতায় গিঁট মেরে (যাদু করে) অমুক আনসারীর কূপে ফেলে দিয়েছে। তিনি যদি সেই গিঁটের সুতাটি উঠানের জন্য লোক পাঠান সে দেখতে পাবে যে, কূপের পানি হলুদ হয়ে গেছে। এরপর তাঁর কাছে জিরাইল (আঃ) আসলেন এবং সূরা ফালাক ও সূরা নাস নাফিল করলেন। তিনি বললেন: জনৈক ইহুদী লোক আপনাকে যাদু করেছে। এই যাদুকর্মটি অমুক লোকের কূপে আছে। বর্ণনাকারী বলেন: তখন তিনি আলী (রাঃ) কে পাঠালেন। তিনি গিয়ে দেখলেন কূপের পানি হলুদ হয়ে গেছে। তিনি সুতাটি উঠালেন এবং সেটি নিয়ে হাফির হলেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে একটি করে আয়াত পড়ে গিঁটগুলো খোলার আদেশ দেন। তিনি আয়াত পড়ে পড়ে গিঁট খুলতে লাগলেন। যখনই কোন একটি গিঁট খোলা হত তখনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছুটা হালকা বোধ করতেন। এভাবে তিনি সম্পূর্ণভাবে সুস্থ হয়ে উঠেন।" [আলবানী 'সিলসিলাতুস সাহিহা' গ্রন্থে (৬/৬১৫) হাদিসটি বর্ণনা করেন এবং হাদিসটিকে হাকেম (৪/৮৬০), নাসাই (২/১৭২), আহমাদ (৪/৩৬৭) ও তাবারানীর হাদিস হিসেবে উল্লেখ করেন।]

শাহিখ বিন বায (রহঃ) বলেন: "যাদুকর (কবিরাজ) যে তদবির করেছে সেটা খুঁজে বের করতে হবে। উদাহরণতঃ যদি জানা যায় যে, সে কিছু চুল কোন এক স্থানে রেখেছে কিংবা চিরুনীতে রেখেছে কিংবা অন্য কোথাও রেখেছে; যদি জানা যায় যে, সে অমুক স্থানে রেখেছে তাহলে এই জিনিসটি সে স্থান থেকে সরিয়ে পুড়ে ফেলতে হবে ও ধ্বংস করে ফেলতে হবে। এর ফলে যাদুর ক্রিয়া নষ্ট হয়ে যাবে এবং যাদুকর যা করতে চেয়েছে সেটা ভঙ্গুল হয়ে যাবে।" [মাজমুউ ফাতাওয়া ওয়া মাকালাতিস্স শাহিখ বিন বায (৮/১৪৪)]

আপনার বাবার কাছে যে কাগজটি আছে সেটা মুক্ত হতে হবে এই কাগজটি ছিঁড়ে পুড়িয়ে ফেলার মাধ্যমে। এর সাথে আপনার বাবাকে তাবিজ ঝুলানো ও তাবিজের সাথে সম্পৃক্ত থাকার গুনাহ থেকে তওবা করার উপদেশ দিতে হবে।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।